বিভাগগুলোও সশরীরে পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সফলভাবে এ কার্যক্রম চললে ভবিষ্যতে অন্যান্য শিক্ষাবর্ষের ক্লাস-পরীক্ষা সশরীরে নেয়া যাবে।'

হল খোলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোরাদ হোসেন বলেন, 'এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল খোলার সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বরের পরে এ বিষয়ে জানা যেতে পারে।'

সিলেটে রোগীর

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তাকর্মীরা মারপিট করায় শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কের উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। প্রায় ১ ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসের ভিত্তিতে সড়ক অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা।

পুলিশ জানায়, নারীর রোগীর মৃত্যু নিয়ে স্বজন ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং কিছু ভাঙচুর হয়। খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এসএমপির জালালাবাদ থানার ওসি নাজমুল হুদা খান সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার খবর আমরা পর্যাপ্ত ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে।

করেন তিনি। ফেনী ও মুহুরী নদীর কিছু অংশ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ এই নদীটিকেই দুই দেশের সীমান্ত বলে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ অংশে যদি বেশি ভাঙন দেখা দেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় অংশে পলি জমে নতুন চরের জন্ম হবে। তখন নদীর গতিপথও বদল হবে।

ভারত ভাঙন ঠেকাতে পারলেও পারছে না বাংলাদেশ : চট্টগ্রামের পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা নাহিদুজ্জামান খান এবং ফেনীর কর্মকর্তা জহির উদ্দিন জানান, নদী ভাঙনের বিষয়টি তাদের নজরে রয়েছে এবং তার এর মধ্যে এই বিষয়ে বেশকিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন। তবে তারা স্বীকার করেছেন, সীমান্ত এলাকায় জটিলতার কারণে কিছু কিছু পদক্ষেপ থমকে আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারত তাদের অংশে বেশিরভাগ স্থানেই নদীতে ভাঙন ঠেকানোর ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশ যখন একই কাজ করতে যায়, তখন বাধা দিয়েছে বিএসএফ। ফলে সীমান্ত নদীর অনেক স্থানে ভাঙন তীব্রতর হওয়ার পরেও বাংলাদেশের কর্মকর্তারা সেটি বন্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

কী করছে যৌথ নদী কমিশন : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেসব যৌথ নদী রয়েছে, সেসব নদী সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের জন্য দুই দেশের মধ্যে একটি যৌথ নদী কমিশন রয়েছে। এই কমিশন নদী সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ে আলোচনার পর সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু ফেনী নদীর এই ভাঙন ঠেকাতে দিয়ে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা যে বাধার মুখোমুখি হচ্ছেন, তা নিয়ে এই কমিশন কী করছে? বাংলাদেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মাহমুদুর রহমান বলেন, 'তাদের (ভারত) সাইডে বেশিরভাগ জায়গায় নদী প্রোটেকশন করে ফেলেছে। বাংলাদেশ সাইডে সেটা করা যায়নি। কিছু শুরু করেছে, কিছু ইন্ডিয়ান সাইডের বাধার কারণে কমপ্লিট করতে পারে নাই। তাই বর্ষার সময় আমাদের অংশেই ভাঙনটা বেশি হয়।' তিনি জানান, যৌথ নদী কমিশনের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমেই সীমান্ত নদীতে কাজের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তারপরেও অনেক স্থানে সীমান্ত এলাকার নদী রক্ষার কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ বাধার মুখোমুখি হয়। এরকম অনেক অভিযোগ কমিশনের কাছে আসে। সেটা আবার ভারতের অংশের সদস্যদের জানিয়ে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। 'অফিসিয়ালি কিন্তু ঠিক আছি। যখনই কোনো সমস্যা হয়, আমরা জয়েন্ট রিভার কমিশন দুই সাইডেই সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি। কিন্তু অন গ্রাউন্ড যখন কাজ করতে যাই, তখন তাদের স্বার্থের কোনো ব্যাঘাত হলে কাজ করতে দেয় না বা সাময়িক বাধা দিয়ে রাখে মন্তব্য করেন তিনি।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস, অনিক টাওয়ার, ২২০/বি, তেজগাঁও লিংক রোড, ঢাকা-১২০৮

বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি; অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২(৩) ধারা অনুসারে

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, Mr. Md. Amjad, Proprietor- **ROJA MONI TRADERS**, Address: Railway Super Market, 2 No. Rail Gate, Narayanganj. এর নিকট ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এর Loan বাবদ গত ১১.০৮.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৩,১৬,৩৪৫.৯৬ (কথায়: তের লক্ষ ষোল হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ দশমিক নয় ছয় টাকা মাত্র) পাওনা রহিয়াছে। উক্ত ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ, Mr. Md. Amjad তাহার নিম্ন তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিগত ০৩.০৬.২০১৪ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল নং ৩৪৭৬ এর মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, এর নিকট দায়বদ্ধ রাখিয়াছেন এবং একই তারিখে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪৭৭ নং আম-মোক্তারনামা দলিলের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঋণ বাবদ পাওনা টাকা উক্ত ঋণ গ্রহীতা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ পাওনা আদায়ের নিমিত্তে উক্ত বন্ধকী দলিল ও আম-মোক্তারনামা বলে তফসিল বর্ণিত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করিতেছে :

"তফসিল"

জিলা- নারায়ণগঞ্জ, থানা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নারায়ণগঞ্জ সদর অধীন, নারায়ণগঞ্জ 'ম' খণ্ড মৌজাস্থিত, জে. এল নং সি, এস - ১৮৮, এস, এ - ৬৭, আর, এস - ৬ ।

খতিয়ান	দাগ	পরিমান
সি, এস- ৭৬	সি, এস-৩৮২	৩.২১ ১/৪ শতাংশের উপরস্থ স্টারভিউ হাউজিং লিঃ নামক প্রকল্পের ৮ তলা বিশিষ্ট কে, এস টাওয়ার এর ৬ষ্ঠ তলার বি নং ফ্ল্যাট যাহা ৬২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট অভিভক্ত ও অচিহ্নিত ১৮ অযুতাংশ ভূমি।
এস, এ- ৭৫০	এস, এ- ৮২/১৫৩	
আর, এস - ৪৬৬	আর, এস - ৯৩	
নামজারী-২৬০৫, জোত-২৬০৪		

যাহার চৌহদ্দি : উত্তরে পৌরসভার ড্রেন, দক্ষিণে- শায়েস্তা খান সড়ক, পূর্বে- নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ড্রেন, পশ্চিমে- রফিকুল ইসলাম ভইয়া গং।

নিলামের শর্তাবলী :

১) প্রত্যেক দরপত্র দরদাতার নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অঙ্কের ও কথায় লিখিয়া এবং দরপত্র সীল মোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। ২) দরপত্র আগামী ০৭-১০-২০২১ ইং তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত ঠিকানায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে জমা দিতে হইবে। ৩) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমান টাকার, জামানত স্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ২ নং শর্তে উল্লেখিত ঠিকানায় ব্র্যাক ব্যাংক লি : এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন। ৪) অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেন। ৫) দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতিয়মান হইলে এবং কম জামানত প্রদানকারী কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।৬) উপরে বর্ণিত (৩) ও (৪) এর অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে ব্যাংক ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি ক্রয়ে আহ্বান করিতে পারিবেন।৭) নিলামে অংশ গ্রহণ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানিবার জন্য এবং নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যাংকের উক্ত ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন।৮) কোন কারন দর্শানো ব্যতিরেকে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার ব্র্যাক ব্যাংক লি : সংরক্ষণ করে। আদালতের কোন আদেশ অথবা রায়ের কারনে দরপত্র বাতিল করার ক্ষেত্রে সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র তাঁহাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। দরপত্র গৃহীত হয় নাই এমন দরপত্র দাতাদেরকে তাঁহাদের জামানতের টাকা যথাশীঘ্র সম্ভব (১ম ও ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতিরেকে) ফেরত দেওয়া হইবে। ৯) দরদাতাগণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ (যদি উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে আগামী ০৭-১০-২০২১ ইং তারিখে বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ২ নং শর্তে উল্লেখিত ব্র্যাক ব্যাংক লি : এর অফিসে দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। ১০) সফল দরদাতাকে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খরচ, হস্তান্তর ফি, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, উৎস কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অন্যান্য খরচ, দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং উহার উপর কোন পাওনা বা দাবী থাকিলে তাহা বহন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন খরচ সহ বর্ণিত সকল খরচের বিষয়ে কোন অসাদুপায় অবলম্বন করিলে উহার উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়ী থাকিবে না। ১১) বর্ণিত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের, বিসিক, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এর উপর বর্তাইবে না। উক্ত খরচ দরপত্র দাতা/ক্রেতা বহন করিবেন। ১২) সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৫) ধারা মোতাবেক সম্পত্তি দখল প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা করা হইবে।

দরপত্র দাখিলের ঠিকানা : শিগ্যাল এন্ড রিকোভারী ডিভিশন, সেপাল প্লাটিনাম টাওয়ার, লেভেল-৪, ২৪৭-২৪৮, বীর উত্তম মীর শওকত আলী সড়ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ফোন নং- ০১৭১৪-০৮৪৫০৩, ০১৭১৩-৩৬৮৬৯৯।

Date- 16.09.2021, "মানবকণ্ঠ"